যীশুর শিষ্যত্ব

খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

লেখক ঃ আই, কলিয়ার

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Discipleship of Christ

I. Collyer

ভাষান্তর ঃ অনিরূদ্ধ দাশ দীপক

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

October 2010

খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

"সকলেই পাপ করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে"[১]। ধার্মিকতা লাভ হয় কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভের দ্বারা এবং এই ধার্মিকতার স্বীকৃতি আমাদের স্বাভাবিক মানবিক ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। ধার্মিকতার এই সংবিধান দিয়েছেন স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনিই একমাত্র নিষ্পাপ বা খাঁটি মানুষ এবং তা সুসমাচারে বিশ্বাস এর উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে।

এই মতবাদটি প্রেরিত পৌল সহজভাবে ও জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। বার বার করে তিনি একই কথা বলেছেন যে, আমরা আমাদের কাজের দ্বারা ধার্মিক গণিত হতে পারি না, রোমীয় পুস্তকে ধার্মিকতা লাভের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "এটা তাহলে কারও চেষ্টা বা ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, ঈশ্বরের দয়ার ওপরই নির্ভর করে"[২]। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টের সুসমাচারে বিশ্বাস করে ও তার প্রতি বাধ্য হয় তখন সে পাপী থেকে পরিবর্তিত হয়ে সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হয়, কিন্তু তার পরও ঈশ্বরের রাজ্যে তার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয় না। "কারণ তোমাদের যাদের খ্রীষ্টের মধ্যে বাপ্তিস্ম হয়েছে। তোমরা কাপড়ের মত করে খ্রীষ্টকে দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলেছ"[৩]। এইভাবে যারা খ্রীষ্টের বলে গণ্য হচ্ছে তারাই খ্রীষ্টের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এর অর্থ হচ্ছে আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করলে অবশ্যই তার বাধ্য থাকব।[৪] বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় আমরা তাঁর মৃত্যুর সহযাত্রী হয়ে তাঁর সাথে সমাধিস্থ বা কবরস্থ হলে, পরবর্তীতে আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে আবার "নতুন জীবনের পথে চলতে পারব"[৫]। আমাদের পুরাতন 'মানুষ'কে ত্যাগ করে নতুন 'মানুষ' (খ্রীষ্ট)কে পরিধান করলে, যিনি এই পরিবর্তনের ব্যক্তি তার কারণে অবশ্যই আমাদের জীবন নবায়ন হবে[৬]। এর ফলে আমাদের পরিত্রাণ সবসময় ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভক্তি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসবে; এবং পৌল আরও বলেন, "আমি বরং দেহকে কষ্ট দিয়ে নিজের অধীনে রাখছি, যেন অন্যদের কাছে সুখবর প্রচার করবার পর আমি নিজে পুরস্কার পাবার অযোগ্য হয়ে না পড়ি[৭]। এজন্য ভালো কোন বিষয়ে চেষ্টা করবার ক্ষেত্রে আমাদের কখনই ভয় করা উচিত না। গালাতীয় পুস্তকে পৌল বলেছেন, "পাপ স্বভাবকে খুশি করবার বীজ বুনলে তা থেকে ধ্বংসের ফসল

---

[১] রোমীয় ৩:২৩
[২] রোমীয় ৯:১৬
[৩] গালাতীয় ৩:২৭-২৯
[৪] যোহন ১৫:৪
[৫] রোমীয় ৬:৪
[৬] কলসীয় ৩:১০
[৭] ১ করি ৯:২৭

আসবে। কিন্তু পবিত্র আত্মাকে খুশি করবার বীজ বুনলে তা থেকে অনন্ত জীবনের ফসল আসবে"[৮]।

ওপরের সমস্ত কথাগুলো প্রেরিত পৌলের চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে। ধর্মতত্ত্বীয় ব্যাখ্যার একটা বড় অবাক করা বিরূপ ধারণা যার কারণে পৌলকে এই মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে ধরা হয় যিনি মনে করেন আমাদের সকল চেষ্টাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যৎসামান্য, যথেষ্ট নয় এবং ঈশ্বর আমাদের এই অপূর্ণতাকে পূরণ করবার জন্য খ্রীষ্টকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। তবে আমাদেরকে সবসময় সর্বান্তকরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যতই দুর্বল হোক না কেন। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা ছাড়া আমরা বর্বর উলঙ্গ, এই অবস্থায় আমরা কখনই রাজার রাজপ্রাসাদের ধারে-কাছেও যেতে পারি না। আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহের প্রতি বিশ্বাসী হই ও তাঁর সুসমাচারের আহবানের প্রতি বাধ্য হই তবে ঈশ্বর রাজা আমাদের আজন্ম সেই উলঙ্গতাকে ক্ষমা করে তাঁর পোষাকে আবৃত করার বিষয়ে সবসময় আগ্রহী রয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য তাই বিশেষ এক পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন। তবে কারোরই এটা মনে করার কোন সুযোগ নাই এই পোষাক পরার পরও তার জীবনযাপন খারাপ হলে সে ঈশ্বরের রাজ্যে গ্রহণযোগ্য হবে। যদি আমরা ধন্যবাদের কোন দান দিতে চাই তবে অবশ্যই সেটি হতে হবে আমাদের সবথেকে উৎকৃষ্ট বা ভালো জিনিসটি। মনে রাখা দরকার আমাদের সব থেকে ভালো জিনিসটাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিখুঁত নাও হতে পারে। অবশ্যই আমাদেরকে স্বর্গীয় পোষাক পড়তে হবে, তা না হলে আমরা কখনই ঈশ্বরের কাছে যেতে পারব না। আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে সেই পোষাক পড়তে হবে, অন্যথায় আমরা কখনই পরিত্রাণ প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতে পারব না।

নতুন জন্মই বৃদ্ধি দান করে

সুতরাং প্রেরিত পৌল যখন এই বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করছেন যে আমরা কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই ও আমাদের পবিত্র পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি। অন্যান্য প্রেরিতরা যেমন ব্যক্তিগত ধার্মিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তেমনি পৌলও করেছেন, যীশুতে মরা ও পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার বাপ্তিস্মের মাধ্যমেই খ্রীষ্টিয়ানের আসল জন্মলাভ হয়। এই জন্মের পর অবশ্যই আমাদেরকে খ্রীষ্টিয় জীবনযাপন করতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর সব প্রেরিতরা দুটি বিশেষ বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাহচ্ছে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং তিনি যা চেয়েছেন সেগুলি ঠিকমত পালন করা[৯]। বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হওয়া ও "সম্পূর্ণ ধৈর্য্যপূর্বক সৎকর্ম বা ভালো কাজ করে

[৮] গালাতীয় ৬:৮

[৯] যোহন ৩:১৫; মথি ২৮:২০

যাওয়া[১০]। আমাদের সৎকর্মই এভাবে আমাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করবে[১১] এবং ঈশ্বর যেসব অতি মূল্যবান ও মহান প্রতিজ্ঞা করেছেন সেগুলি গ্রহণ করা এবং আমাদের সমগ্র খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধের সাথে সেইসব বিশ্বাসকে একত্রিত করে জীবনযাপন করা।[১২]

আমাদের মনে যদি মানবীয় স্বভাবের বহু জটিলতার খারাপ প্রভাব কাজ না করে তবে অবশ্যই আমাদের জীবন দিয়ে খ্রীষ্টিয় কাজসমূহ প্রকাশ করার বিষয়টি অনেক সহজ হবে। আর প্রভু যীশু যে দুটি মহান আজ্ঞা দিয়েছেন সমস্ত ঈশ্বরীয় আইন-কানুন (বা ব্যবস্থা) ও নবীদের সকল শিক্ষার সার-সংক্ষেপ হিসাবে দিয়েছেন সেদুটিই সমস্ত খ্রীষ্টিয় জীবনাচরণকে পরিপূর্ণ করে। আমরা সত্যিই যদি ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত হৃদয় ও শক্তি দিয়ে ভালোবাসি এবং আমাদের প্রতিবেশীকে ঠিক একইরকমভাবে ভালোবাসি তবেই আমরা বিশুদ্ধ হতে পারব।[১৩] কিন্তু আমরা আমাদের মানবীয় বা জন্মগত স্বভাব দিয়ে কখনই বিশুদ্ধ হতে পারি না। তবে যদিও আমরা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ধার্মিকতার সংবিধানের আওতাভূক্ত হয়েছি তবুও প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য প্রয়োজন রয়েছে ঈশ্বরীয়-নির্দেশনা ও মৃদুভৎসনাযুক্ত শাসনের। কারণ আমাদের ভোলা মন-এর জন্য প্রয়োজন প্রতি মূহুর্তের সতর্কতামূলক নির্দেশনা এবং আমাদের নির্বোধ চিন্তাচেতনার জন্য প্রয়োজন প্রতি মূহুর্তের নির্দেশনা যা দ্বারা আমরা সেই ভালোবাসার হাজারো কার্যকরী পথকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি।

খ্রীষ্টের "মধ্যে" থাকা

আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের করণীয় কর্তব্য কি বিবেচনা করার জন্য প্রভু যীশুর কয়েকটি শিক্ষাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, যেগুলি তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় অথচ গভীর চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "সেইদিন... তোমরা আমাতে আছ এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি[১৪]। পরবর্তী অধ্যায়ে আঙ্গুর লতার উদাহরণের মধ্যে তিনি একই চিন্তা প্রকাশ করেছেন," আমাতে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি, শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে তোমরাও পার না, তেমনি আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না[১৫]। এরপর যীশুর মৃত্যুর আগে বিচারের কিছুক্ষণ পূর্বে যীশু ঈশ্বরের কাছে খুব গভীর এক প্রার্থনা রাখেন, এই প্রার্থনায় তিনি সকলের একতার কথা বলেছেন, পিতঃ যেমন তুমি আমাতে ও আমি তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে

[১০] রোমীয় ২:৭
[১১] যাকোব ২:১৪-২৬
[১২] ২ পিতর ১:৪-৮
[১৩] মথি ২২:৩৬-৪০
[১৪] যোহন ১৪:২০
[১৫] যোহন ১৫:৪

থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।- আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি ও জানাইব; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা তাহাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাহাদের মধ্যে থাকি[১৬]।

খ্রীষ্টের মধ্যে থাকা এই কথার দ্বারা আসলে কি অর্থ প্রকাশ করা হয় তা বোঝা কঠিন ব্যাপার নয়। বার বার এই এক হওয়ার কথাগুলো যে প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি সবই স্বকীয়তা প্রকাশমূলক। প্রেরিত পৌল তার অতীত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "আমি খ্রীষ্টেতে আশ্রিত এক ব্যক্তিকে জানি..."[১৭]। আবার বলেছেন "...ও আমার পূর্বে খ্রীষ্টে আশ্রিত হন"[১৮]। পৌল বিধবা মহিলাদের বিবাহের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, স্বামী মারা গেলে বিধবা নারী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবেন তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই হবেন, "প্রভুতে আশ্রিত"[১৯]। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি গালাতীয়দের কাছে বললেন, "কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ"[২০]। এরপর আবার বললেন, "...আমরা যতলোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি?"[২১]। আবার তীতের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন, "...আপনার দয়ানুসারে পুর্ণজন্মের স্নান..." যার দ্বারা যীশুর শিষ্যরা পবিত্র হয়ে ওঠতে পারেন ও রক্ষা পেতে পারেন[২২]। বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বাপ্তিস্ম গ্রহণের এই প্রক্রিয়াটি পুনঃজন্মের একটি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ জলের মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করার মাধ্যমে নতুন জন্ম লাভ হয়। যীশু খ্রীষ্টের নামের মাধ্যমেই এটি করা হয় যা আমাদেরকে ধার্মিকতার সংবিধানের নীচে নিয়ে আসে ও খ্রীষ্টের অন্তর্ভূক্ত করে আমাদেরকে।[২৩]

যাহোক প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হয়ে উঠতে হলে আরও কিছু বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক। অবশ্যই ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত সুখবর এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে "পরিত্রাণ" আহবান করা হয়েছে তা আমরা বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারি। তাঁকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি এবং আমরা এখনও তাঁকে বাধ্যতায় মেনে চলছি। কিন্তু এই সাধারণ কথাগুলোর মধ্যে গভীর একটি প্রশ্ন বের হয়ে আসে, তাহচ্ছে, যীশু কি সত্যিই আমাদের মধ্যে আছেন? প্রেরিত পৌল বেশ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, গালাতীয় নামক স্থানের বিশ্বাসীরা এখনও খ্রীষ্টেতে "নতুনত্বের এই জীবনকে" গ্রহণ করেননি। এবিষয়ে তিনি লিখেছেন "তোমরা ত আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদেরকে নিয়ে প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করছি, যতক্ষণ

---

[১৬] যোহন ১৭:২১,২৬
[১৭] ২ করি ১২:২
[১৮] রোমীয় ১৬:৭
[১৯] ১ করি ৭:৩৯
[২০] গালাতীয় ৩:২৭
[২১] রোমীয় ৬:৩
[২২] তীত ৩:৫
[২৩] যোহন ৩:৩-৬

না তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট মুর্ত্তিমান হন"[২৪]। এরপর তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারে বিশ্বাস করেছেন এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনযাপন শুরু করেন। যীশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, এবং এভাবে তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে বসবাস করে পাপ-হরণকারী সেই নামের "পোষাক পরিধান" করলেন। কিন্তু তারপরও খ্রীষ্ট তাদের জীবনে বা অন্তরে সেইভাবে বসবাস করছিলেন না পৌলের এই চিঠি পাবার আগে।

আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে ধারণ করা

এ বিষয়টিকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সত্যিই বড় কঠিন। এদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তাহচ্ছে, সমস্ত অন্তর মনের পরিবর্তন ও মানুষের শরীর যেভাবে দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় ঠিক তেমনভাবেই আমাদের স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার বৃদ্ধি লাভ হয়; কোন মানুষ যেভাবে প্রতিদিন খাবার গ্রহণের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে ঠিক সেভাবেই আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের সমস্ত অনুভূতি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। ঠিক যেভাবে নতুন জন্মপ্রাপ্ত শিশুর দেহে মানবীয় বহু দোষত্রুটির বীজ থাকে, যা প্রতিদিনের পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ খাবারের মাধ্যমে দূরে সরে যেতে থাকে, তেমনি যীশুতে নতুন জন্মপ্রাপ্ত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীও বিশুদ্ধ বাইবেলের শিক্ষায় বেড়ে উঠতে থাকে। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক-এসব ক্ষেত্রের আসল বৃদ্ধি লাভের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার প্রতিদিন খাওয়া ও সেই খাবার থেকে পাওয়া শক্তি কাজে লাগানো। কোনরকম কাজ বা পরিশ্রম ছাড়া অতিরিক্ত খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও এতে আসল দৈহিক শক্তি থাকে না। কিন্তু ঠিক পরিমাণ ও প্রয়োজন মত খাবার গ্রহণ করলে ও সেই অনুসারে দৈহিক-মানসিক পরিশ্রম করলে ভারসাম্যপূর্ণ বৃদ্ধি লাভ সম্ভব হয়।

সব বুদ্ধিমান মা-বাবাই তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করেন-তাহচ্ছে খাবার যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো, কিন্তু কখনই অতিরিক্ত না খাওয়ানো এবং যথেষ্ট দৈহিক পরিশ্রম করা, কিন্তু কখনই অতিরিক্ত কাজ করা নয়। দৈহিক বৃদ্ধির পরিকল্পনাগুলি এমন অনিবার্যভাবে স্থির করা যে, কেবল খুব বোকা ও অসর্তক মা-বাবাই সেগুলি অর্জন করতে সক্ষম না হতে পারেন। অনেক সময় মানসিক পরিকল্পনা এমনভাবে স্থির করা থাকে যার ফলে খুব স্পষ্ট কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না এবং ক্রমশ এভাবে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার কারণে মৃত্যুও হতে পারে। এই একই নীতি কখনও তেমনভাবে সফল হয় না। রবার্ট হল ঠিক এমনই একজন মানুষকে বলেছিলেন যে, তিনি বুদ্ধিমান, কিন্তু যেহেতু তিনি অনেক বই-পত্র পড়েছিলেন সেজন্য তিনি তার সেই বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারেননি। একইভাবে ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য, কারণ যখনই তারা তাদের কিংবা মা-বাবার... সফল করার জন্য অতিরিক্ত

[২৪] গালাতীয় ৪:১৯

পড়াশুনা করার কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করার তখনই এইরকম ফলাফল আসবে। ছেলেমেয়েরা হয়ত প্রভুর পড়াশুনা করে ব্যাপক জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হতে পারে কিন্তু বাস্তবে হয়ত খুব কমক্ষেত্রেই তা কাজে লাগানোর সুযোগ থাকতে পারে। কিন্তু তারা যদি অপেক্ষাকৃত কম পড়াশুনা করে ও বেশি চিন্তা করে বেশি বেশি তা কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে সেটি সবথেকে ভালো হয়।

ব্যবহার করার মধ্যে দিয়েই শক্তি অর্জন হয়

নৈতিক ও আত্মিক শিক্ষা অর্জন যতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। আবার সেই স্বল্প ও ভালো জ্ঞান দোষের কারণ হয় যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহার না করা যায়। সমস্ত নৈতিক সত্যগুলি কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, বাস্তব জীবনমুখী হওয়া প্রয়োজন এবং আমাদের সমস্ত জীবনাচরণ বা কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে বাস্তবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। আত্মিক সত্যগুলি এমনভাবে ব্যবহার হওয়া উচিত এবং এর সঙ্গে গভীর ও সুচিন্তিতভাবে এই সত্য ভিত্তিক কাজ করা উচিত যেন সেগুলির মধ্যে একটি সংহতি বা অন্তমিল প্রকাশ পায়। যেন এই কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির বাহ্যিক শারীরিক গঠন বড় না হয়ে তার নৈতিক আচরণ যে মুখ্য তা প্রকাশ পায়।

প্রভু যীশু এ জগতে থাকাকালীন তার চারপাশের যিহুদীদের এইভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন যে, একজন মানুষ যত ভালো খাবার খেয়ে কত সুন্দর দেহের অধিকারী হলেন তা দিয়ে তার মহত্ব প্রকাশ পায় না কিন্তু তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা ভিত্তিক আচরণ বা কাজই প্রকাশ করে তার মধ্যে কতখানি সত্য রয়েছে, যা তার অন্তরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে। আমাদের দৈহিক গঠনের জন্য অনেক ধরণের খাবার আছে এবং যখন সেগুলি আমাদের মাংস ও রক্তের জন্য ভালো তখন সেগুলি পছন্দ করা বা না করার ব্যাপারটি বড় হয়ে আসে না। খুবই আনুবীক্ষনিক কিছু ময়লা জীবানু, যা আমাদের হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়ার কারনে এসে যায় সেগুলি আমাদেরকে এতটা দূষিত করতে পারে না। এমনকি আমাদের শারীরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এমন কিছু জিনিস আছে সেগুলি আমরা দেখতে পাইনা ও সম্ভবত আমরা সেগুলি এড়িয়েও যেতে পারি না। ঈশ্বর মানুষে মানুষে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তার শক্তি আমরা নিশ্চিতভাবেই সকলে দেখতে পারি। আমরা কাউকে ভালোবাসলে সম্মান করলে তার সুন্দর দৈহিক গঠন কিংবা তার সুন্দর চেহারার জন্য তা করিনা। একথা সত্যি যে, আমাদের মুখের চেহারা অনেক সময় আমাদের ভেতরে চিন্তা বা অবস্থাকে কিছুটা প্রকাশ করে, কিন্তু আসলে এই চেহারা এমনভাবে কাজ করে যা আমাদের দেহ ও রক্তের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা যদি বুঝতে পারি যে, কোন লোক অযাচিতভাবে তার প্রভাব খাটাচ্ছে, তবে অবশ্যই তার দেহ ও অস্থি-মজ্জা এজন্য দায়ী হবে না অথবা যেসব ভালোমন্দ খাবার খেয়ে তার শরীর পুষ্ট হয়েছে সেগুলিও এজন্য দায়ী হবে না, কারণ ঐ ধরণের ঘৃণ্য আচরণ তার নৈতিক চরিত্রের কারণে, যা

এসেছে তার নিম্নমানের মানসিক খাবার গ্রহণের ফলে। অতএব এ বিষয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ঐ ধরণের অদৃশ্য মানসিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা দৈহিক সুষম বৃদ্ধি লাভের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ হয়ত গভীর আত্মিক ও নানা শিল্প চেতনায় পরিপূর্ণ, আবার হয়তবা বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক সংস্কারের চিন্তায় পরিপূর্ণ; আবার হয়তবা তিনি তার শিক্ষাগুরু বা পরামর্শদাতার চিন্তায় এমন গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়েছেন যেন তার শিক্ষক তার মধ্যেই বসবাস করছেন। খুব কমই আমরা এমন কাউকে দেখি যিনি হয়তবা একটু রুক্ষ চেহারার ও যার আচরণ অনেকটা সাজানো ধরণের, তারপরও আমরা তাকে দেখে বুঝতে পারি যে, যীশু তার মধ্যে বা জীবনে আছেন। প্রভু যীশু বার বার সকল কথায় ও প্রার্থনায় সকলের আদর্শ হবার কথা বলেছেন, এজন্য তাঁর প্রতিটি শিষ্যের উচিত অন্যদের কাছে আদর্শ হবার চেষ্টা করা।

সর্বশেষ আদেশ

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে যাবার আগে যে শেষ আদেশটি দেন সে বিষয়ে প্রায়ই অনেকে বলে থাকেন যে, এখানে বাপ্তিস্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত গভীর ও জোরালোভাবে এখানে বাপ্তিস্মের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন, সুসমাচার প্রচার করতে ও নতুন বিশ্বাসীদের বাপ্তিস্ম দিতে। এর পর পরই তিনি বলেন, "আমি তোমাদিগকে যা যা আদেশ করেছি, সে সমস্ত পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দেও"[২৫]। বাপ্তিস্ম গ্রহণের আদেশটির মধ্যে কিছু সতর্কবাণী এত সুনির্দিষ্টভাবে এসেছে, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং কোন লোক যদি এমন সুনির্দিষ্ট আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে যীশুর বাকী আদেশ-নির্দেশগুলির প্রতিও তার বাধ্যতা থাকবে না। প্রাথমিক সমস্ত বিষয়ে বাধ্যতার চেয়ে এই বাপ্তিস্মের আদেশটি রক্ষা করা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অন্তরের মাঝে খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের আগে অনেক বেশি পরিশ্রম করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মানুষের খুব স্বাভাবিক একটা মনোভাব আছে যে, আমরা আমাদের বিচার বিবেচনায় যেটাকে ভালো মনে করি সেটাকেই গ্রহণ করি এবং অন্য সবকিছুকে বা সবাইকে অগ্রাহ্য করি। আমাদেরকে অবশ্যই এই ভয়ঙ্কর দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে হবে, যদি আমরা প্রকৃত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী হতে চাই। আমরা জীবনের সববিষয়ে আমাদের প্রভুর আদেশ মেনে চলব, এমনকি মানবীয় যেসব বিষয় একেবারে অসম্ভব মনে হয় মেনে চলতে অর্থাৎ তাঁর আইন-কানুন আমাদের মেনে চলতে যতই সমস্যা হোক না কেন অথবা সেগুলি আমাদের জন্মগত স্বভাবের থেকে যতই অন্যরকম হোক না কেন। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে মন্দ থেকে ভালোর দিকে ফিরে আসতে বলেছেন, এমনকি নিজের শত্রুকে ভালবাসতে বলেছেন, যারা

[২৫] মথি ২৮:২০

আমাদের প্রতি অন্যায় করে তাদের প্রতি মঙ্গল কাজ করতে বলেছেন এবং যারা আমাদের অমঙ্গল চায় তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন[২৬]। এইসব শক্ত শক্ত কথা যীশু বলেছেন যেন আমরা করতে চেষ্টা করি, যা স্বর্গ রাজ্যে যাবার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। খ্রীষ্ট শিখিয়েছেন সকল মন্দতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, প্রতিটি খারাপ বা অন্যায়কারীর প্রতি নিঃশর্ত ক্ষমা দান করা, কথায়-আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখা এবং প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা যেকে বিরত থাকা।

যীশু ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করাকে দোষারোপ করেছেন[২৭]। একসময় যেভাবে বিচারকের আদালতে প্রতিজ্ঞা নেবার প্রয়োজন হত তেমনি কোন কোন শিষ্য ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পক্ষে কথা বলেছেন। তারা ধারণা করেছেন যে, অনেক জাগতিক অর্থহীন প্রতিজ্ঞার সাথে এই মন পরিবর্তনের বিষয়টি সাধারণভাবে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। যে কারণে এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে, প্রতিজ্ঞা করার বিষয়টি যীশুর ঐ আদেশের সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা। যীশু যদি কোন ধরণের ব্যতিক্রম করেই থাকেন তবে তারা ধারণা করে আইনী আদালতে বিচারের সময় যে ধরণের কঠিন প্রতিজ্ঞা বা শপথ বাণী উচ্চারণ করতে হয় ঠিক সেরকমই করে আসছে। দোষার্থক বা শাস্তিজনক শপথ বাক্যে যা উচ্চারণ করা হত সেগুলি প্রথম শতাব্দীতে সর্বক্ষেত্রে একইরকম ছিল এবং আমাদের সময়েও তা লক্ষ্যণীয়ভাবে রয়েছে। এখানে হৃদয়ের গভীর থেকে আসা কোন কথা যেন উচ্চারিত হয় না, বরং অনেকটা মুখ ফস্‌কে বের হয়ে যাবার মত কিছু অনর্থক বাক্য উচ্চারন করা হয়। যিহুদী জাতির লোকেরা প্রায়ই তাদের কথাবার্তায়, এই ধরণের অর্থহীন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করত। যীশু কখনই এগুলি পছন্দ করতেন না, তিনি কড়া ভাষায় তাদের সমালোচনা করেছিলেন। ঠিক একইভাবে এখনকার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যেসব হাল্কা শপথ বাণী উচ্চারণ করা হয় সেগুলি আজ যীশু থাকলে নিশ্চয় সমালোচনা করতেন। কারণ যেসব শপথ বাণী উচ্চারণ করা হয় অনেক সময় সেখানে অন্য ধর্মের ধর্মপ্রবর্তক বা নেতাদের কথাও থাকে আবার অনেক সময় এমনকি ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের নামের বা কথা বিকৃতি থাকে। যারা এসব করে তারা আসলে শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হয়, এদেরকে সবসময় আমাদের উচিত এড়িয়ে চলা। শয়তানকে প্রতিরোধ করার বিষয়টি যদিও খুব কঠিন ও মনে হয় যেন পারছি না বা ফল আসছে না, তবুও আমাদের উচিত সেটা চেষ্টা করা[২৮]। তবে এটা আমাদের স্বাভাবিক সহজাত প্রবণতা নয় ও অনেকটা সাময়িক আগ্রহ থেকে কিন্তু একটু পরেই আবার হারিয়ে যায়। অনেকে হয়ত বলবে, যদি কোন লোক সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন ঠিকমত বাস্তবে মেনে চলতে চেষ্টা করে তবে সে হয়ত তার স্কুল জীবন থেকেই সমাজে অবহেলিত ও অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এই কারণেই বেশিরভাগ মানুষের মাঝে এক ধরণের "দাস মনোভাব" গড়ে ওঠে, কিন্তু কখনই তারা নিজেরা নিজেদের

[২৬] মথি ৫:৩৮-৪৮

[২৭] মথি ৫:৩৩-৩৭

[২৮] মথি ৫:৩৯

স্বকীয় বা স্বতন্ত্র সত্বাকে ব্যবহার করে স্বাধীন থাকবার চেষ্টা করেন না। আজকে আমরা ইউরোপের দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখি খ্রীষ্টিয় নৈতিকতার বিষয়গুলি কিভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে বা মার খাচ্ছে।

এ বিষয়ে খ্রীষ্টিয় নৈতিকতার সফলতা বা ব্যর্থতা যাই আসুক না কেন খুব কম সময়ই এ বিষয়ে যথার্থ উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক ধরণের আপোষকামীতার মধ্যে দিয়ে সব কাজ শেষ করা হয়েছে। তবে এমন অনেক শুভ উদ্যোগ এর মধ্যে দিয়ে বিশ্বের অনেক বিষয়ে মুক্তি বা মঙ্গল কাজ সাধন করা সম্ভব হয়েছে। বিগত দুই হাজার বছর খ্রীষ্টিয় নীতিমালা বাস্তবায়নের দিকগুলো বিবেচনা করলে মনে হয় যেন সময়কালটি কালো অন্ধকারে ঢাকা, তবে যদি কিছু কিছু খ্রীষ্টের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে কাজে লাগানো না যেত তবে সত্যিই এই দীর্ঘ সময়কালটি গাঢ় অনূকারে ঢেকে যেত। আমরা এখন যা দেখি তাহচ্ছে বিধর্মী সমস্ত চেতনা আবার ব্যাপকভাবে ফিরে এসেছে এবং খ্রীষ্টধর্মের সাথে আপোষ করে ঠিক থাকা অনেক বিধর্মী বিষয় আবার স্বপরাক্রমে ফিরে আসছে। খ্রীষ্টধর্মের বাইরে অন্য যে কোন ধর্ম খুব কমই সহনশীলতা দেখাতে পারে এবং অনেকটা দয়ামায়াহীন। এরা প্রতিহিংসা পরায়ন, অসমতা কিংবা বৈষম্য থাকলে এদের আনন্দ হয় এবং গর্ব-অহংকার সবসময় এদের মাঝে বেশি থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, এসবই বিশেষভাবে খ্রীষ্টিয় ভালবাসার পরিপন্থি[২৯]।

ভালোবাসার আইন

আমরা সামান্য বিশ্লেষণ করলেই বুঝি যে, প্রভু যীশু ও তাঁর প্রেরিত শিষ্যরা যেসব আদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন তা সবই ভালোবাসার আইনের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। তারা যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন তা হয়তো খুব বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে উঠে আসেনি, কিন্তু এগুলোর সবই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মোশীর মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া আইন ও প্রভু যীশু যেসব শিক্ষা দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে; আর তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, সমস্ত মন-প্রাণ-অন্তর দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে মানুষকে ভালোবাসা।

প্রভু যীশু পুরাতন সমস্ত আদেশ-নির্দেশ এর নতুন এক প্রেরণা, নতুন এক তাৎপর্যময় ধারা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অনেক শিষ্য একথা বলতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন যে, "এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর..."[৩০]। এই পদের বাস্তব অবস্থা নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করলে দেখি যে, ঈশ্বরের দেওয়া এই আইনটি কত প্রাচীন, কিন্তু যীশু এর মৌলিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে কথা বলেছেন, কেন তিনি একে নতুন বলেছেন? খুব সহজেই

[২৯] ১ করিন্থীয় ১৩: ৪-৭

[৩০] যোহন ১৩:৩৪

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় এবং যখনই আমরা যীশুর শিষ্যদের সমস্ত কথা বা চিন্তাধারাকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করি তখনই আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পাই।

মোশীহের আইন এই নির্দেশনা দান করে যে, একজন মানুষ অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরকে তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত অন্তর ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসবে, এবং যে নিজেকে যেভাবে ভালোবাসে সেভাবেই তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে; কিন্তু কখনই সেভাবে হয়নি ও কেউ তা করতে পারেনি। এই আইন অনুযায়ী মানুষকে বিচারের সামনে দাড় করালে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ হবে। মানুষের হৃদয়ের চিন্তা ও চেতনা-অনুভূতিগুলি কখনই মানবীয় কোন যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না। সাধারণ নেতিবাচক স্বভাব বা মনোভাব দ্বারাই কেবল জাগতিক আদালতে মানুষের দোষগুন বিচার করা হয়। পুরাতন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণভাবে অব্যর্থ এবং একজন মানুষ যে হয়তো তার প্রতিবেশী আঘাত করেনি, অর্থাৎ তার এই সামাজিক বাহ্যিক আচরণে কোন দোষ নাই, কিন্তু তার অন্তরে রয়েছে ঐ প্রতিবেশীর প্রতি খারাপ মনোভাব রয়েছে ও তার মনে প্রতিবেশী সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে। সবসময়ই মানবীয় বিচার মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে ও তার সর্ম্পকে কানে শুনে ধারণা পাওয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। কিন্তু যীশুর মধ্যে সেই সীমাবদ্ধতা নেই। এমনকি এ জগতে তার জীবনযাপনের সময়েও তিনি এ বিষয়ে জানতেন, তাকে এসব বিষয়ে জানাবার বা বলে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি যখন সমস্ত মানব জাতির শাসনকর্তা হিসাবে আসবেন তখন তিনি কারো কথা শুনে কিংবা চোখে যা দেখছেন তার উপর ভিত্তি করে বিচার করবেন না। এ সময়ে যীশু তাঁর সমস্ত অন্তঃদৃষ্টির জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষের হৃদয়ের গভীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তার অপরাধের বিচার করবেন, কখনই তার বাইরের অবস্থা দেখে নয়। তাঁর শিষ্য হিসাবে আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই একথা প্রযোজ্য যে আমাদের হৃদয়েও অবশ্যই সেই ভালোবাসার আইন থাকতে হবে যেন আমরা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারি। কখনই আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র বাহ্যিক দয়ামায়ার প্রদর্শন থাকলে চলবে না, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য প্রকৃত ভালোবাসার বাস্তব প্রকাশ থাকতে হবে। প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধনের জন্য শুধুমাত্র লোক দেখানো কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকলে চলবে না অথবা প্রথাগত কিছু মঙ্গল কাজ করলেই চলবে না, কিন্তু সত্যিকার ভালোবাসার কিছু কাজ থাকতে হবে। সদা প্রভু ঈশ্বর চান আমাদের অন্তরের অন্তস্থল এবং চান যেন সত্যিকারভাবে সেখানে প্রকৃত ভালোবাসা অবস্থান করে।

খ্রীষ্টিয় ভালোবাসা কি?

খ্রীষ্টিয় ভালোবাসার বিষয়ে যে নীতিমালার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাহচ্ছে, খ্রীষ্টিয় ভালোবাসা বলতে আসলে কি বোঝায় তার যথাযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা। জগতের মানুষ ভালোবাসা বলতে প্রকৃতি দত্ত বা স্বভাবজাত যে মানবীয় আকর্ষণ বা ভালোবাসা সেটাকে বোঝায়, খ্রীষ্টিয় ভালোবাসা তার চেয়েও অনেক বড় বা মহৎ কিছু। প্রেরিতরা পরজাতীয়দের

কাছে খ্রীষ্টিয় ভালোবাসার যে সংজ্ঞা তুলে ধরেন তা সকলের কাছে বোধগম্য হলেও একমাত্র যারা খ্রীষ্টিয়ান হবার জন্য খুব খাঁটিভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন তারা ছাড়া অন্যকেউ এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। এই ধরণের জোরালো ও আপোষহীন সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে খুব কমসময়ই সর্বজন গ্রাহ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। ভালোবাসার প্রকৃত গুনাগুন প্রকাশের আগে প্রেরিতরা এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, ভালোবাসা ছাড়া অন্যসব মূল্যবোধ বা গুনাগুন ব্যর্থ বা অর্থহীন হয়। বিশ্বাস ও বাস্তব কাজ এবং এমনকি বিরোচিত আত্মত্যাগ কখনই গণনার মধ্যে আসে না, যদি সেই মহত্তম গুনাগুন ভালোবাসা তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। এ ধরণের শক্ত ভাষা সর্ম্পকে প্রতিটি পাঠকের কাছে প্রশ্ন আসা উচিত এবং পরবর্তীতে প্রকৃত সংজ্ঞা গঠনের ক্ষেত্রে তা সঠিক পরামর্শ রাখতে পারে মানুষের মনে। ফলে পাঠকের মনে অনিবার্যভাবে ভালোবাসার প্রকৃত গুনাগুনের ক্ষেত্রগুলি প্রকাশ হতে পারে। এভাবে একজন খুব মনোযোগী পাঠক অবশ্যই এর নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কেও কমবেশি সজাগ হয়ে উঠতে থাকে। বাইবেলের অথরাইজড অনুবাদে একথা ব্যবহার করা হয়েছে যে, "কল্যাণকর কাজ দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকে এবং তা হয় দয়ামায়াপুর্ণ"। অন্যদিকে রিভাইজড অনুবাদ ভালোবাসা শব্দটিকে অত্যন্ত সঠিকভাবে প্রকাশ করেছে, কিন্তু এর প্রথম দুটি গুনাগুনকে অন্য অনুবাদের মত সমানভাবেই প্রকাশ করেছে, তাহচ্ছে দীর্ঘ ত্যাগ স্বীকার ও দয়ালুতা।

দিনের পর দিন ধরে দুঃখ কষ্টভোগ করা এমনকি খ্রীষ্টিয়ানদেরও বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, বরং অধৈর্য্য অসহিষ্ণুতা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হবে যে, খ্রীষ্টিয় দয়া বা দয়ালুতা সেই ধরণের মঙ্গল ইচ্ছার অনুভূতি থেকেও অনেক বড় কিছু যা সাধারণত আমাদের স্বভাবজাত সহানুভূতি থেকে প্রকাশিত হয়। আবার অনেক সময় খুব বর্বর ভয়ঙ্কর মানুষের মধ্যে থেকেও দয়ামায়া প্রকাশিত হয় যখন তারা খুব আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের মধ্যে থাকার সুযোগ পায়। এই দয়ালুতা হতে পারে শ্রমবিমুখ বা বিনা কষ্টের সহানুভূতি। কিন্তু এর থেকে আরও বড় কিছু প্রয়োজন। আমরা যদি সাধারণ পারিবারিক বা গৃহস্থলী বিষয়ে কথাবার্তা শুনি অথবা দেশের জাতীয় পর্যায়ের নীতিমালাগুলির ধারাবাহিক অবস্থাগুলি দেখি অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশলগুলো দেখি তাহলে আমরা খুবই কষ্ট পাবো এটা বুঝতে পেরে যে, আমরা এমন কিছু সাজাবো বা কাঠামোগত দয়া মায়ার বাস্তব অবস্থা দেখব যা সুনির্দিষ্টভাবে সহানুভূতিহীন। প্রায়ই দেখা যায় খুব নির্দয় সমালোচনা, আচরণ এবং এমনকি তাদের সহানুভূতিহীন ভাষা আরও বেশি যন্ত্রণাদায়ক দুঃখজনক দূভার্গ্য তাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসে।

মানবীয় স্বভাবজাত আচরণ প্রতিরোধ করার জন্য এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করার অনুরোধ করা যেতে পারে যে, এমনকি যাদের মধ্যে রাজষ্যিক কিংবা সমাজের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন দাবী নেই তাদের মাঝেও প্রায়ই দয়ালুতার লক্ষ্যনীয় কিছু ভাব প্রচলিত হয়। আমাদের সবাইকে ধন্যবাদের সাথে এটা গ্রহণ করা উচিত কারণ বিষয়টি সত্য। এছাড়াও আমাদেরকে সাথে এটা

গ্রহণ করা উচিত যে, প্রায়ই দেখা যায় এধরণের বহু কল্যাণমুলক কাজ অনেক সময় আরও জোরাালোভাবে স্বাভাবিক স্বভাবজাত বা জন্মগত শুভ সহভাগীতা ও খ্রীষ্টিয় ভালোবাসার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করতে সাহায্য করে। মানুষের স্বার্থের দ্বন্ধ অথবা এমনি পারিবারিক ভিন্ন মতামতের দ্বন্ধ মানুষের মাঝে যে দয়ালুতা রয়েছে তা পরীক্ষার মুখোমুখি বা প্রশ্নের সম্মুখীন করে। আমরা এমন অনেক মানুষকে জানি যারা শুধুমাত্র সেইসব মানুষদের প্রতি তাদের সুআলোচ্য দয়ালুতা ও অসম আচরণ প্রকাশ করেন যারা তাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সাথে সর্ম্পক যুক্ত কিংবা ঘনিষ্টজন। ভয়-ভীতিজনিত কোন স্বার্থ থাকার ফলে হৃদয়হীন কোন বন্ধুত্ব অথবা এমন কিছু পারিবারিক সদস্য ভিন্ন মতামত পোষণ করেন তাদের প্রতিও সেই দয়ালুতা প্রকাশ করে। আর খ্রীষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় বা মতবাদগত দলগুলোর পারস্পরিক ভিন্নতা বা মতপার্থক্য এই অন্যায় অবস্থার আর একটি বড় জায়গা। একজন মানুষের পক্ষে ধার্মিক হয়ে ওঠা বেশ সহজ কাজ, তার স্বভাব চরিত্র অনেকটা সাধু-সাধক্ষীর মত হতে পারে এবং তার হৃদয় মন সবসময় বাইবেলের পবিত্র বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সমস্ত মতামত সকলের কাছে ব্যাপকভাবে চ্যালেন্জের সম্মুখীন হয় যখন দয়াহীনতা ও অধৈর্য্য অসহিষ্ণুতা লক্ষণীয় মাত্রায় পৌছে যায়। তিনি হতে পারেন প্রশ্রয়দানকারী কোন বাবা কিংবা একজন দয়ালু বন্ধু যার শুভ ইচ্ছার প্রত্যয়জালা কখনই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু তার সহনুভূতিগুলো কখনই প্রশ্নের উর্ধ্বে ওঠার মত সহিষ্ণুতা লাভ করতে পারেনা। তার হয়ত অগাধ জ্ঞান রয়েছে যার সাহায্যে তিনি নিজেকে "গর্বিত করে তুলতে" চেষ্টা করেন। আসলে যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা তাঁর অন্তরের ভেতরে এখনও গঠন লাভ করেনি। যারা তার বিরোধী, তাদের হাত শত্রুতা হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং প্রায়ই তিনি তার এমন বিরোধিতারকারীর প্রতি নির্দয় আচরণ করেছেন।

আমরা কোথায় দূর্বল

আমরা যদি এসম্পর্কে প্রেরিতদের বক্তব্য অনুসরন করি তবে অবশ্যই আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর খুজে পাবার ব্যাপারে আরো সচেতন হতে পারব "নিজের শত্রুকে ভালোবাসা না দেওয়া নিজেকে নিয়ে বড়াই বা দম্ভ করা কি আমাদেরকে গৌরাবান্বিত করতে পারে"? এটা কখনই অস্বীকার করা যাবে না যে, আদম এর বংশধর হিসাবে আমরা খুবই দূর্বল ও এসব বিষয়ে আমরা সবসময়ই ত্রুটিপূর্ণ। ঈর্ষা বা হিংসা সাধারণত দেখা যায় স্বভাবজাত একটি পাপস্বভাব। এটা সাধারণত দেখা যায় মানুষের ব্যক্তিগত পর্যাযের সম্পর্কের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতার মাঝেও একহাতির সাথে অন্যহাতির মধ্যে দ্বন্দ সংঘর্ষের মাঝে। "যখন কেউ কাঁদে তাঁর সাথে কাঁদো" এই কথাটির বাস্তব প্রয়োগ খুব সহজ মনে হয় কিন্তু যারা "আনন্দ করে তাদের সাথে আনন্দ করো" এর বাস্তব প্রয়োগ করা বেশ কঠিন। অন্য কারো ভাগ্য যদি খুব ভালো হয় তবে প্রায়ই দেখা যায় বিরক্তিকর ভাব প্রকাশ থাকে। কোন সহকর্মীর উন্নতিতে প্রায়ই দেখা যায় যে মানুষ অসন্তুষ্ট বা ঈর্ষান্বিত , যার একটি বিশেষ প্রকাশ থাকে, যা কোন

প্রকার অভিযোগ ছাড়াই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। যীশু খ্রীষ্টের একজন অনুসারী হিসেবে উচিত এই বিষয়টি যত্নসহকারে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা এবং তার উচিত এমন নোংরা পাপ বিষয় থেকে নিজের হৃদয়কে পরিষ্কার করা।

আমাদের গর্ব-অহংকার ও দম্ভ ততক্ষণই আমাদের আনন্দের কারণ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি চরম কোন দুঃখের পরিণতি হয়ে না আসে। যদি কোন শিষ্য নিজের সেই গভীর অন্তঃ দৃষ্টি সম্পর্কে নিজেকে সক্ষম মনে করেন যা তার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন[৩১], তবে নিশ্চয় তিনি একসময় নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবেন, যার মাধ্যমে তার গুনাগুন বা তালন্ত প্রকাশ পাবে এবং যীশুর অনুসারী হিসাবে তারা নিজেদেরকে সবথেকে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। কোন ব্যক্তি যদি কখনই কোন অহংকার না করে তাহলে তিনি সবসময় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা স্বীকৃত হবেন, যা তার ব্যক্তি আচরণ থেকে অন্তরের ভেতরের প্রকৃত নম্রতা বা বিনয়ী ভাবকেই প্রকাশ করে। যেকোন ব্যক্তি তার আমিত্ব বা গর্ব অহংকার অবশ্যই কত গুলো বিষয় অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে ত্যাগ দ্বারা উল্যেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, এগুলি করলে সে কখনই অহংকারী হয়ে উঠবে না, কিন্তু সবসময় সে সেই সমস্ত গুনাবলী অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে পারে যেগুলি অন্য মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রকাশের কৌশল খুজে পায়, যেগুলি সে কখনই তার উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তার অভাবে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি, কিন্তু বাস্তব দৃশ্যত সে অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে বিষয় সমূহ দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

এছাড়াও আমরা মানুষের জীবনের কিছু কিছু বিষয়ের সংগ্রাম ও দুঃখ ব্যাথা বা করুন পরিনতির বিষয়ে লক্ষ্য করতে পারি যেসব মন্দতার বিষয়ে বার বার প্রেরিতদের কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেসব মানুষের জীবনের সবক্ষেত্র সক্রিয় বা কিছু ভালো বিষয়ের জন্য কাজ করছেন তাদেরকে "একটা উন্নত সমাজের" স্বপ্নের মাঝে নিয়ে আসা এবং যারা অমানবিক নির্দয় আচরণ করছে ঐ সব ভালো মানুষদের প্রতি, তাদেরকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা অন্যদিকে যারা খুব বেশি উচ্চাকাঙ্খী নীচু স্থান থেকে যে কোন উপায়ে যারা শুধুই উপরে উঠতে চেষ্টা করে তাদেরকে বিরত করা। সমাজের প্রায় সকল স্তরে প্রায় সকল পর্যায়ে নিজেকে এমন বড় ভাবা, বড় করে দেখাবার মত খারাপ সামাজিকতার লোকেরা সবসময় সক্রিয় এবং এই ধরণের মনোভাব ও আচরণ খ্রীষ্টিয় ভাতৃসমাজের সাধারণ আচরণের সর্ম্পক বিরোধী। প্রায়ই দেখা যায় অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ছোট ছোট কুচক্রী দল তৈরী করা যেন যারা নীচে পড়ে আছে তারা যেন আর কখনই উন্নতি করতে না পারে এবং যারা ক্ষমতাহীন দুর্বল তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ না করে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয় সবসময়।

---

[৩১] ১ করিন্থিয় ১১:২৮

আমাদের অবশ্য এ বিষয়গুলি লক্ষ্য করা উচিত যে, আমাদের সাধারণ মানসিক প্রবণতা এমনই বিরক্তিকর যে, যারা সমাজে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান তাদের কাছে থেকেই আরও বেশি এই ধরণের আচরণ পাওয়া যায় অনেক সময় এই প্রবণতা এতটাই প্রবল যে, হয়ত আমরা অনেক সময় একথাও বলতে পারি মানুষের আমিত্ব বা প্রচন্ড গর্ব-অহংকারের ধারণা সবসময় একই রকম থাকে। একদিকে রয়েছে অন্যায় বা পাপে পূর্ণ গর্ব-অহংকার ভিত্তিক মনোভাব, অন্যদিকে আবার ঘৃণা-শত্রুতার ভিত্তিতে একটি তিক্ত বা বিরক্তির আচরণেরও প্রকাশ পায়।

সত্যে বিজয় আনন্দ

প্রেরিতরা সবসময় এবিষয়টি বলেছেন যে, মানুষের প্রতি বা অন্যের প্রতি ভালোবাসা কখনই নিজের স্বার্থ দেখে না, কখনই মন্দ চিন্তা করেনা, বৈষম্য বা অসমান অবস্থার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করে না, কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা সবসময় সত্যের পক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে।

আমরা বিশেষ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, 'সত্য' শব্দটি এখানে একটি বিশেষ ও শাস্ত্রীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সত্য কথা রয়েছে যেগুলিকে লিখিত দলিল বা নথিপত্রের মত সত্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় কিন্তু যেগুলি বাস্তবে মন্দতায় ভরা এমনভাবে যে, প্রকৃত ভালোবাসা কখনই সেগুলির বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে পারেনি। মন্দ বিষয়, মূর্খতা ও তাৎপর্যহীন বা অর্থহীন জীবনের কোন ঘটনা কখনই কোন শুভ ফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে না, যাকে যদিও পবিত্র শাস্ত্র সত্য হিসেবে প্রকাশ করে। প্রভু যীশু যে সত্যের কথা বলেছেন তা তাঁর শিষ্যদেরকে সকল পাপ, মন্দতা থেকে মুক্ত[৩২] করে। প্রেরিত পৌল যে সত্যের কথা বলেছেন তা গভীর ভালোবাসার মধ্যে থেকে জন্ম নেয় এবং প্রেরিত যোহন লিখেছেন যে, তার সব থেকে বড় আনন্দের বিষয়টি হচ্ছে যে তিনি দেখতে চান, খ্রীষ্টের শিষ্যরা সত্যের পথে হাঁটছেন[৩৩]। আর এটাই খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে লাভ করা আমাদের মুক্তির সুসমাচার ও পরিত্রাণ। এটা আমাদের সকল কথাবার্তার মাঝে বন্ধন তৈরীর ক্ষেত্রগুলোকে এবং আমাদের চিন্তা-চেতনার মাত্রাগুলোকে আরও ব্যাপকভাবে প্রমাণিত করেছে। আমরা কি সবসময় এমন বিষয়গুলোর জন্য আনন্দ প্রকাশ করি এবং আমরা কি কখনও এত বৈষম্য কিংবা পার্থক্য যেখানে আছে সেবিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি? হাজার হাজার খ্রীষ্টিয়ান পরিবার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বেশ দুঃখজনকই উত্তর প্রদান করবে। এটা খুব ভয়ংকর বিষয় যে, আমাদের প্রায় সকলের মাঝে এই প্রবণতা কাজ করে যে, অনেক মন্দতার মাঝেও আমরা আনন্দ খুজে পাবার চেষ্টা করি। ঘনিষ্ঠ নয় এমন কোন বন্ধুর মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে আসা হয়ত এমন কোন বিষয়ের মন্তব্য করার পথ প্রস্তুত করতে পারে যার ফলে হয়ত চরম কোন ভূলের জন্য দুঃখবোধ

[৩২] যোহন ৮:৩২

[৩৩] ২ থিষলনীকীয় ২:১০; ৩য় যোহন ৪

আসতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত কোন মন্দতার কারণে যে সন্তুষ্টি আসে তা গভীর মনোনিবেশ উপযোগী দুর্বলতা প্রকাশ পায় যদি অনুপস্থি পাপীরা দয়ামায়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপক এক পেশাগত ভাব প্রকাশ করে। এমনকি তারা আমাদের ভুল আচরণের বিষয়গুলি বার বার প্রকাশ করে দেখায়।

এই ধরণের আনন্দদায়ক কথোপকথনের মাঝে বিভিন্ন কাল্পনিক কথার সুরভী ছড়িয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু নিশ্চিতভাবে সেখানে প্রকাশিত হবে, "অসাম্য বা বৈষম্যের ভিত্তিতে আনন্দ" যাতে সত্যিকার খ্রীষ্টিয় ভালবাসার কোন স্থান দেখা যায় না। আর একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে এই ক্ষমতা প্রকাশক পায়, যা মানুষের স্বভাবজাত মানবীয় প্রকৃতির মাঝে এখনও গভীরভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। একবার একজন পুস্তক প্রকাশ এক লেখকের উদ্দেশ্যে লিখলেন যে, সব থেকে ভালো বিজ্ঞাপনের উপরই একটি আসন্ন প্রকাশিতব্য বইয়ের কামনাপূর্ণ বা আকর্ষণীয় উপস্থাপন নির্ভর করে। আসলে এ ব্যাপারে সবসময়ই একটা ভূল চিন্তাধারা, ভূল আবেগ-অনুভূতি, খুব সম্ভবত ভূল কর্ম প্রচেষ্টা প্রকাশ পায়। কারণ তা সবসময় অসাম্য বা বৈষম্য ভিত্তিক আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে এবং তার শেষটা দেখা যায় সাধারণত: খুব দুর্বল কিংবা অর্থহীন কোন নৈতিকতার মাঝে স্থবির হয়ে পড়েছে।

খ্রীষ্টধর্মের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মত পোষনকারী কিছু কিছু বিষয় হঠাৎ করে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বাইবেলে বর্ণিত অনেক বিষয়ের মুখোমুখি দাড় করানো হয় এধরণেরই আরও অনেক বিষয় এবং অনেক পাপময় বিষয়ও সেখানে বর্ণিত হয়। এসব সমালোচনামূলক লেখাগুলি সর্ম্পকে প্রকৃত যে অভিযোগ তার উপস্থাপনাগুলি এতটাই বিশ্রী যে তা সত্যিই বিরক্তিকর। বাইবেলে মন্দতাকে কখনই এমন কোন চমৎকার বা তৃপ্তিদায়ক বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করা হয়নি যা খুব আকর্ষনীয় হয়। এগুলিকে সবসময় কঠিনভাবে ও বিরক্তিকর বাস্ত বতা অনুসারে তুলে ধরা হয়েছে। এসব পাপ সম্পর্কিত বিষয়গুলি থেকে অবশ্যই কিছু না কিছু শিখতে পারি, কিন্তু কখনই এগুলি নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারি না।

ইতিবাচক গুনাবলী

আমরা আর ঐসব নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না, সেসব মন্দতা আমাদেরকে খ্রীষ্টিয় ভালোবাসা থেকে দূরে রাখে বরং আমরা সমস্ত ইতিবাচক খ্রীষ্টিয় গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই যেমন, দীর্ঘ আত্মত্যাগ বা দুঃখকষ্টভোগ, দয়ালুতা, নম্রতা, বিনয়ী আচরণ, সত্যে আনন্দ উপভোগ করা, যার মধ্যে দিয়ে কখনই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কমতি হয় না। এগুলি এমনই গুনাবলী যেগুলি সবসময়ই মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে সক্ষম হয়। এসব গুণাবলীর জন্য কখনই কোন তৈরী করা ক্ষেত্র কিংবা সাজানো কোন মহান ঘটনার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। খুব সাধারণ জীবনাচরণের খুব অল্প অভিজ্ঞতার মধ্যেই হয়ত এসব গুণাবলী প্রকাশ পেতে পারে। সাধারণত: নিজের পরিবারেই এগুলির সূচনা হয় এবং

যদিও এগুলি পরিবারের মধ্যে না থাকে তারপরও অন্য যেকোন স্থানে এগুলি গড়ে উঠলেও তা নানাভাবে একজন ব্যক্তির জীবনে আমাদানী হতে পারে। আমাদের জীবন সাধারণত তাৎপর্যহীন নানা ঘটনা দ্বারা গড়ে উঠে, বেশ কিছু দুঃখযন্ত্রনা, ও বেশ কিছু ধৈর্য্য পরীক্ষা, বেশ কিছু দায়িত্ব কর্তব্য পালন ও আশংকা দুশ্চিন্তার কিছু কারণও থাকে আমাদের জীবনে। আমাদের জীবনের মাঝে খ্রীষ্টিয় স্বভাব-চরিত্র গড়ে ওঠার জন্য প্রতিদিন কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে সুযোগ আসে এবং প্রতিদিন কিছু কিছু ঘটনার মধ্যে খ্রীষ্টিয় নৈতিকতার নিয়ম শৃংঙ্খলার বাস্তব প্রয়োগের প্রয়োজন আসে, কারণ প্রতিদিনই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দেবার সুযোগ আসে।

যখন আমরা এটা স্মরণ করি যে, প্রভু যীশু ভালোবাসার আহবান জানিয়েছেন নতুন আর একটি আজ্ঞা বা আদেশ হিসাবে এবং যাকে খুব পরিষ্কারভাবে সব আইন এর মৌলিক আইন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যার দ্বারা আমরা বিচারিত হবো, যার ফলে যে শুধু অন্য ভালোবাসার বাস্তব অবস্থা আমাদের হৃদয় থাকবে তা নয় তাকে আমাদের জীবনের বাস্তব অবস্থার মাঝে প্রতিফলিত করতে হবে। সাথে সাথে ভালোবাসা সম্পর্কিত সকল প্রেরিতদের কথাগুলিও আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক। কারণ প্রেরিতদের সব কথাই প্রভু যীশুর কথার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আমরা যেমনটি চাই যে মানুষ আমাদের প্রতি করুক আমাদেরও উচিত অন্যদের প্রতি তেমনটি আচরণ করা। যারা আমাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অপরাধ করে এমনকি তাদেরকেও হৃদয় থেকে ক্ষমা করা উচিত। মন্দতা বা শত্রুতার বিনিময়ে ভালো বা বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দেয়া উচিত এবং কখনই কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত না। বিশ্বস্থ খ্রীষ্টিয় জীবনযাপন সবসময় এমন কিছু নিয়ম- কানুন মেনে চলতে চেষ্টা করে যার দ্বারা দীর্ঘ দুঃখ কষ্ট বা ত্যাগস্বীকার ও দয়ামায়া এবং প্রেরিতরা যেসব গুণাবলীর কথা বলেছেন সেগুলি প্রকাশ পেতে পারে।

খ্রীষ্টের বাস্তবতা

অনেক সমালোচকরা বলেন, এইসব ভালো গুণাবলী আসলে বাস্তবে কার্যকরী করা যায় না, কারণ বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলেই এগুলি ভেঙ্গে যায় এবং এমনকি আমরা যদি আকস্মিক ও বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি তবুও তা ব্যর্থ হবে। নিশ্চিতভাবে একথা সত্য যে, সত্যিকার একটি পবিত্র খ্রীষ্টিয়ান জাতি হচ্ছে, যতক্ষণ না ঈশ্বর তার প্রতি অবিরত সুরক্ষা দান না করেন। কিন্তু যীশু নিজে কখনই তাঁর কোন শিষ্যকে এমন ঈশ্বর বিদ্বেষী জগতে পৃথিবীর শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে দায়িত্ব দিয়ে যাননি। রোমীয় সৈন্য গেৎশীমানি বাগানে তাঁকে ধরতে আসার সময় শিষ্যদের মধ্যে অস্ত্রধারী শিষ্যটি সম্পর্কে যীশুর নিজস্ব মতামত এটাই প্রমাণ করে যে,

তিনি এসমস্ত অবস্থার সবগুলোকেই স্বীকৃতি প্রদান করছেন[৩৪]। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, বিধর্মী বা পরজাতীয়দের এই মন্দ পৃথিবীতে সবসময়ই বর্বর বা জংলী আইন অবস্থান করবে। যে কারণে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তারা ভয়ংকর নির্যাতনের সম্মূখীন হবে এবং এমনকি তাদেরকে হত্যাও করা হবে। এজন্য তাদেরকে সবসময় এমন বিরুদ্ধ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে এবং এড়িয়ে যাবার বা দূরে সরে যাবার মত যদি কোন অবস্থা না থাকে তবে অত্যন্ত বিশ্বস্থভাবে সকল অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হবে[৩৫]। যীশুর এ বিষয়ে নির্দেশনাটি এমন ছিল যে, "যখন তারা তোমাদের ওপর কোন শহরে নির্যাতন চালায় তখন অন্য শহরে পালিয়ে যাও"। এই নির্দেশনাটি দ্বারাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যীশু কখনই কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিংবা শাসনকর্তা হবার বিষয়ে কথা বলেননি। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এমন এক দুর্বল ও অবজ্ঞা প্রাপ্ত বা অবহেলিত সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করেছেন যেখানে তাঁর অনুসারীরা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করবে।

কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে, ভালোবাসার আইন এর পরিপূর্ণ প্রয়োগের মুল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয় তার প্রস্তুতির নিয়ম শৃংঙ্খলা হিসাবে এটি যেন ব্যবহৃত হয়। এটা না হলে হয়তবা ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শগত চেতনার ক্ষেত্রে তা অকার্যকর হতে পারে। অতীতে এমন অনেক সময় গেছে যখন যারা এই ভালোবাসার আইনের কার্যকারীতা প্রয়োগ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়েছে ও এমনকি তাদেরকে হত্যাও করা হয়েছে। আবার অতীতে এমন অনেক সময় গেছে যখন ভালোবাসার আইন যারা তাদের জীবন দিয়ে প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করেছেন তারা সমাদৃত হয়েছেন ব্যাপক সম্মানিত হয়েছেন এবং এমনকি যারা নাকি খ্রীষ্টিয়ান বা খ্রীষ্টিয় নীতিমালা অনুসরণ করেন না তারাও তাদেরকে ভালোবাসা দিয়েছেন। এমনকি কোন ছোট ছেলেও যদি তার স্কুলে এই ভালোবাসার আইন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তবে সে যতটা বিরোধিতার সম্মুখীন হবে বলে মনে করা হয় এতটা হয় না। কোন একজন দয়ালু মানুষ যদি করে তবে অবশ্যই তাকে কোন এক সময়ে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু যিনি জন্মগতভাবেই সৎসাহসী ও আত্মত্যাগী তিনি কখনই শুধুমাত্র কারো প্রতিদ্বন্দী হিসাবে চিহ্নিত হবেন না, কারণ তিনি কখনই কারো ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন কিংবা কারো দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হলে তার বিনিময়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন না। জগতে অন্য সকলের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে যারা তাদের আচরণ খ্রীষ্টিয় নৈতিকতার নীতিমালা সঠিকভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে তারা এমনই তাদের সেই খ্রীষ্টিয় ভালোবাসার কারণে ঘৃণিত হয় না। আর যদি তারা তাদের এই পরিচর্যা কাজের মহান দায়িত্বটি জীবনের মাত্র ছোটখাটো বা সাধারণ কিছু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন তবে তারা হয়তবা অন্যদের কাছে জনপ্রিয় হবেন। অবশ্য তারা যদি

[৩৪] লূক ১১:২১

[৩৫] মথি ১০:১৬-১৮,২৩,২৮

তাদের কাছে সেসব ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং যদি তাদের দয়ালুতা নিজ নিজ জীবনের সময়সীমার গন্ডি পেরিয়ে আরও সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেন, যদি সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও ঈশ্বরের পথ মানুষকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন তবে খুব শীঘ্রই হয়তবা তার বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু হয়ে যাবে। তারপর এটাও ঠিক যে, ঈশ্বরীয় ভালোবাসার আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করে যাচাই করলে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন আসতে পারে। এই যাচাই বা পরীক্ষার মধ্যে নির্যাতন বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে, কখনো বা চরম পর্যায়ে যেতে পারে, যার ফলে খ্রীষ্টিয়ানরা হয়ত তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন কিংবা তারা সাম্যমরও হতে পারেন, কিংবা হয়ত তাদের প্রতিদিনের জীবনে বিপক্ষ লোকজনেরা ব্যাপকভাবে হয়রানি করতে পারে যার ফলে তাদের ধৈর্য্য ও সহ্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিতে হতে পারে।

যীশুর জীবনে প্রথম প্রায় ত্রিশ বছর সম্পর্কে আমাদেরকে তেমন কোন তথ্যই জানানো হয়নি। কিন্তু এটা খুবই সত্য কথা যে, যেখানেই তিনি জীবনযাপন করেছেন সেখানেই তিনি ধার্মিক পবিত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। যোহন বাপ্তাইজক জানতেন না যে যীশুই ছিলেন "মশীহ" যতক্ষণ পর্যন্ত না যীশুর বাপ্তিস্মের সময় কবুতর এর মাধ্যমে পবিত্র আত্মার প্রকাশ না হয় কিন্তু যোহন নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তিনি একেবারে ভিন্ন বা ব্যতিক্রমধর্মী একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কারণ তার লেখা অনুসারে যীশুর কথাটি হচ্ছে আমারও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা আবশ্যক এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আমার বাধা কোথায়[৩৬] যীশু যখন তার মিশন সম্পূর্ণ করতে বেড়িয়ে পড়েন বা লোকদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য ও রোগীদের সুস্থতা দান করবার কাজ শুরু করেন তখন বিশেষভাবে "সাধারণ মানুষদের" দ্বারা সমাদৃত হন, যারা ব্যাপকভাবে তাঁর কথা আনন্দ সহকারে শোনেন[৩৭] যীশু সেসব অপ্রিয় সত্যগুলি ঘোষণা করেন কেবলমাত্র সেগুলি ক্ষমতাসীন ও কর্তৃত্বপরায়ন ব্যক্তিদের কাছে বিরক্তিকর হয়েছিল বিধায় তারা তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ঠিক একই রকমভাবে তাঁর শিষ্যদের প্রতিও একই ঘটনা ঘটেছিল। বিচিত্র মানুষ সাধারণ চরিত্রের যারা খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে এসেছে। এতসব ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের হওয়ার কারণে তাদের মাঝে নানা ধরণের ও নানা মাত্রার ব্যর্থতাও দেখা যায়। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের যখন এমন কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মীভাবে মনে হয় সবগুলো খ্রীষ্টিয় মুল্যবোধ ভালোভাবে পালন করছেন সেই তিনিই যদি আশ্চর্য্যজনকভাবে আসল খ্রীষ্টিয় সত্যটি পালনে ব্যর্থ হয়। এটা এখনও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যখন কোন ভাক্ত উপদেশকারী মানুষ খ্রীষ্টিয় সত্যগুলি ঘোষণার সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবনে সমস্ত মন্দতা ও পাপময় তিক্ত বিষয়গুলির ঝড় তোলেন এবং প্রকৃত খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনে ব্যর্থ হন।

---

[৩৬] মথি ৩:১৪

[৩৭] মার্ক ১২:৩৭

খ্রীষ্টেতে জীবনযাপন

খ্রীষ্টিয় জীবনে সবকিছু নির্ভর করে প্রভু যীশুর দ্বারা প্রকাশিত দুটি বিশেষ চিন্তাধারা দ্বারা যেদু'টি চিন্তাধারার ভাষা প্রায়ই দেখা যায় অনেকের কাছে অদ্ভুত ও অর্থহীন বলে মনে হয়। তাহচ্ছে "তিনি আমাতে আছেন ও আমি তাঁর মধ্যে আছি" কথাগুলোর ভাষা অত্যন্ত সাধারণ ও মনে হয় প্রাথমিক ধারণার কিন্তু এর অর্থ অত্যন্ত গভীর। ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলা পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন যেমন মুক্তির ঠিকানা হিসাবে দেওয়া হয়েছে; যেমন "তাঁর (যীশুর) মধ্যে" থাকা একথা বলার দ্বারা বোঝানো হয়েছে প্রলয়ংকারী বন্যার মাঝে প্রচন্ড জলস্রোতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন তা একটি জাহাজের মত। যীশুকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বীকৃতির স্বরূপ জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মাধ্যমে বাধ্যতা দেখিয়ে আমরাও "তাঁর মধ্যে" থাকার এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারি। অবশ্যই আমাদেরকে সারা জীবনের জন্য "তাঁর বাধ্যতায়" চলতে হবে। যীশুর নির্দেশিত ধার্মিকতা অনুসারে আমাদের পক্ষে সর্বোচ্চ যা যা করণীয় সেগুলি সবই পরিপূর্ণভাবে করার চেষ্টা করতে পারলেই আমরা তাঁর চোখে ধার্মিক গণিত হতে পারি, যদিও এই ধার্মিককতার নিজস্ব বিচার বিবেচনাতেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম মনে হবে। আমরা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মহিমা গৌরব প্রকাশের জন্য আহূত হয়েছি। স্বর্গীয় স্বভাব-চরিত্র গঠনের কর্মী হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছি; অতি উচ্চ ও অতি পবিত্র আহবানে আহূত আমাদের জন্মগত স্বভাব চরিত্রের অনেক উর্ধ্বে, স্বভাব, তা অর্জনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের কাছে মুক্তি বা উদ্ধার কাজ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং সেইসব যারা "তাঁর মধ্যে" বা তাঁর সাথে অবস্থান করেন, যখন তিনি চুড়ান্ত বিচার কাজের জন্য এজগতে আসবেন, তখন "তারা আবার জীবিত" হয়ে উঠবেন, এসময়ে তাদের স্বভাব চরিত্রগত প্রকৃতির সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত পরিবর্তন সাধিত হবে[৩৮] । অর্থাৎ আজকের এই মানবীয় মরণশীলতা অমরতায় এবং আজকের এই পাপময় স্বভাব সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতায় পরিণত হবে[৩৯] ।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে এ সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা। আমরা যীশু খ্রীষ্টের সেই ধরণের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, যা আমাদের মাঝে সত্যিকার ধার্মিকতার তৈরী করে[৪০]। যদি এই ধার্মিকতা খ্রীষ্টের সঙ্গে অবস্থানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সূচনা পর্ব হয় তবে আমরা তাঁর নির্দেশ হিসাবে তাঁর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণের সাধারণ বাধ্যতাটি পালন করব যার ফলে আমরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করার যোগ্যতা অর্জন করব যা খুব সাধারণ বা নূণ্যতম অর্থ প্রকাশ করে। তবে ধার্মিকতা অর্জনের চূড়ান্ত স্বীকৃতি নির্ভর করে

---

[৩৮] ১ থিষলনীকীয় ২:১২; ২ পিতর ১:৪; ফিলিপীয় ৩:১৪; ২ তীমথিয় ১:৯

[৩৯] ১ করি ১৫:৫৩

[৪০] রোমীয় ১০:১০

আরও কিছু সাধারণ নিয়ম পালন করার উপর। তিনি কি সত্যিই আমাদের মধ্যে আছেন? আমরা কি আমাদের হৃদয়ে তাঁর আত্মা- জয়কারী শব্দগুলোর স্থান দিয়েছি এবং আমাদের স্বভাব-চরিত্রে কি সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি? আক্ষরিক অর্থে যেভাবে আমাদের সুস্থ দেহ গঠনের পরিকল্পনা অনুসারে স্বাস্থ্যকর খাবার ও পাণীয় দ্বারা আমাদের জীবন গঠনের চেষ্টা করি সেভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করেছি? আত্মিক জীবনে বৃদ্ধির জন্যে।

প্রেরিতরা বলছেন, "জগতের অনুরূপ হইও না, কিন্তু তোমার হৃদয় মন পরিবর্তনের মাধ্যমে সমস্ত জগতকে রূপান্তর বা পরিবর্তিত করো"[৪১]। পৃথিবীকে পরিবর্তন করার একটি মাত্র চিন্তা করা ও তাঁর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে সেই অনুসারে কাজ করা এবং জীবনের সব ছোট বড় সাধারণ অভিজ্ঞতায় উদাহরণ হিসাবে কাজ করা, যীশু যেভাবে তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, ভুলের ক্ষেত্রেও ক্ষমার উদাহরণ সৃষ্টি করা; যীশুর মত মানবিক আত্মত্যাগী ও দৃঢ় অবিচল সাহসী হয়ে ওঠা। আস্তে আস্তে ক্রমশ: যীশুর পছন্দসহ নীতিমালা এমন স্থায়ী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তব কাজে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা যেন যার মধ্যে দিয়ে আমাদের অন্তরের ভেতরে ধারণ করা এসব নীতিমালা ভিত্তিক চিন্তাধারাগুলি আমাদের চরিত্রের রূপ ধারণ করে। একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান বা খ্রীষ্টিয় শিষ্যত্বের অনিবার্য বৈশিষ্ট্যগুলি এমন কতকগুলো সাধারণ কথামালা দ্বারাই প্রকাশ করা যায় যে, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর (যীশুর) মধ্যে থাকতে হবে এবং তিনি সবসময় অবশ্যই আমাদের মধ্যে থাকবেন।

[৪১] রোমীয় ১২:২

এই পুস্তিকাটি
খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২,
বনানী, ঢাকা, **১২১৩**, **বাংলাদেশ**
থেকে প্রকাশিত।

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক,
কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

এই পুস্তিকাটি ছাড়াও আরও বহু পুস্তক ও পুস্তিকা এই ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে।